

এক.

আমার এক চাচাতো বোন আমাদের বাড়িতে লিভিং রুমে টিভির সামনে বসে আমাকে গল্প করছে: “জানো, আমাদের টিভিটাও তোমাদের মতোন কালার, কিন্তু অল্পের জন্য কালার আসে না!” আমি এই তথ্য শুনে চাচাকে বৃত্তান্ত জিজ্ঞেস করলাম; ভাবলাম হয়তো কোন যান্ত্রিক ত্রুটি। কিন্তু না; জানতে পারলাম যে, বাচ্চা কিস্তি কিনোদনের কথা ভেবে চাচা অল্প সামর্থের মধ্যে একটা সাদাকালো টেলিভিশনই কিনেছেন। কিন্তু টিভি দেখতে বসেই মেয়ের তীর্থক প্রশ্ন, “আচ্ছা এই টেলিভিশনে সব কালো কালো দেখায় কেন?” তখন চাচা তাঁর মেয়েকে বুঝিয়েছেন যে, আসলে টিভিটা রঙীনই আছে, কিন্তু অ-ব্লে-র জন্য রঙটা আসছে না!” আমার ছোট্ট বোনটা বাবাকে অকপটে বিশ্বাস করেছিল আর অপেক্ষা করছিল কবে টিভি-র সমস্যাটা দূর হবে! বাচ্চাদের যা বোঝান হয় তাইই বোঝে! এটা ওদের সরলতা! নিখাদ সরলতা।

তবে ওর সেই ঘোর পরে কেটে গেছে; আজ আর সে আশা করে না যে, একদিন হঠাত্ করেই টিভিটা কালার ছবি দিতে শুরু করবে! এটা জানার মতোন বয়স ওর হয়েছে যে টিভিটা কখনোই কালার ছিল না।

দুই.

কিছু অগ্ন্যস্ত্র এমন যে, সেগুলো আরোপ করা থাকে। এই অগ্ন্যস্ত্র হয় কাটিয়ে দিতে হয় কিংবা কিছু অগ্ন্যস্ত্র এমন যে, সময়ের সাথে আপনিই কেটে যায়। আমি সেদিন হঠাত্ করে একটা প্রকাশ্য প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছি এমন একজনের কাছে, যাকে আমি ভীষণ শ্রদ্ধা করি। উনি আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন যে, আমার ধর্মগ্রন্থটা একবারোও আমি নিজের ভাষায় পূর্ণাঙ্গভাবে পড়েছি কি না! জবাবে আমার ‘হ্যাঁ’ বলার উপায় ছিল না। যদি উনি আমাকে শীর্ষেন্দু, সমরেশ, শঙ্কর, জাফর ইকবাল বা হুমায়ূনের কথা জিজ্ঞেস করতেন, আমি প্রসন্নচিত্তে বলতে পারতাম সেটা। ধর্ম গ্রন্থ পড়িনি - এটা একটা অগ্ন্যস্ত্র। ২৮ বছরের জীবনে একবারোও বইটা পড়ার সময় আমার কেন হলো না, তার কোনও সন্দেহ আমার কাছে নেই। সুতরাং, পথ একটাই খোলা ছিল - যতো দ্রুত সম্ভব, পড়টা শুরু করা। আমি পড়টা শুরু করেছি।

তিন.

এবারে একটু ভিন্ন প্রসঙ্গে কথা বলি। কিছু ব্যপার আছে যেগুলোর সম্পর্কে আমরা আগাম মন্তব্য করতে পারি। যেমন, RAB যখন কোন সন্ত্রাসীকে আটক করে, তখন আমরা বুঝতে পারি যে, লোকটির আয়ু কমে এসেছে, ২-১ দিনের মধ্যে লোকটি মারা যাবে এবং RAB সেটাকে ত্রুস-ফায়ার বলে পত্রিকাতে একটা বিবৃতি দেবে। আমি RAB এর মতোন একটা সংগঠন কখনোই সমর্থন করি না। তাদের নিরপেক্ষতা নিয়েও আমার মনে রয়েছে শতক অনাস্থা; বাংলাভাই বা গালিব ভাই (?!!)- দের জন্য তথাকথিত ত্রুস-ফায়ারের একটা নাটক আজ অবধি RAB কেন সাজাতে পারলো না সেটা ভেবে আমি বেশ অবাক হয়ে যাই! ওরা কি তাহলে সন্ত্রাসী নয়?!

কিছু কিছু পত্রিকার মত হচ্ছে, সরকার এসব জঙ্গীদের ভয় পায়, কারণ এদের সাংগঠনিক অঙ্গীকার (organizational commitment) নাকি খুবই দৃঢ়! সাম্প্রতিক আক্রমণের ব্যপারে Joint interrogation cell (JIC)- এ এদের ২২ জন পুলিশী জেতার মুখে সমস্বরে “আল্লাহ্ আকবর” জিকির তুলেছিল! এই জিকির শুনে পুলিশের কর্মকর্তারা বেশ বিব্রত হয়ে পড়েন। সকলের ধারণা, ইসলামী জিহাদের চেতনা থেকে তারা এই মানসিক দৃঢ়তা আহরণ করেছে। আমার সেটা মনে হয় নি। আমার বরং মনে হয়েছে, ওরা খুব সুকৌশলে গড়ে তোলা একশ্রেণীর রোবট। যাদের ভেতরে হৃদয়ের অংশটুকু ছেকে ফেলে ওখানে ধর্ম নামক একটা program এর কিছু Bad codes ভরে দেওয়া হয়েছে। আমি স্বীকার করি এই code এর ক্ষমতা পারমানবিক বোমার ক্ষমতাকে হার মানায়! ওরা যখন একসাথে জিকির করে আমার তখন মনে হয় কতোগুলো রোবট সমস্বরে বলে উঠছে: Destroy! Destroy!

আমাকে মাফ করবেন, কিন্তু যারা নির্বিচারে মানুষ খুন করে তাদের মুখের ঐ জিকিরের কোনই তাৎপর্য আমার কাছে নেই। শরীরে cholesterol এর পরিমাণ নিয়ে চিন্তিত কাউকে যদি বিষাক্ত একটা ট্যাবলেট দিয়ে বলা হয় যে, এটা খাও, ২ মাসে সব fat ঝরে যাবে---আমি নিশ্চিত যে, শতকরা ৮০% লোক ঐ ট্যাবলেট গ্রহণ করবে। এই লোকগুলোকেও তেমন পরকালে নিশ্চিত বেহেশত লাভের উপায় হিসেবে সশস্ত্র জিহাদে (?) উদবুদ্ধ করা হচ্ছে। এরাও ধর্ম রক্ষায় ঝাপিয়ে পরছে সেই ডাকে। এখন আমাদের দেখতে হবে এই তথাকথিত জিহাদের মোটিভ কি? কিছু লোক অকারণে নিশ্চয়ই আকাশ-সমান শঙ্কা মাথায় নিয়ে ভীতিহীন কোন জিহাদে নাম লেখাবে না!

চার.

দেশে ইসলামী শাসনতন্ত্র কায়েম করাই হচ্ছে এইসব ‘জঙ্গী’-দের লক্ষ্য (‘ইসলামী জঙ্গী’ শব্দটার ব্যপারে আমার ঘোরতর আপত্তি আছে বিধায় আমি কেবল ‘জঙ্গী’ শব্দটাই ব্যবহার করবো)। এবার আমাদের দেখতে হবে খোদ ইসলাম এমন একটা রাষ্ট্র চায় কি না যেখানে ইসলামী শাসনতন্ত্র কায়েম থাকতে হবে। বিভিন্ন সময়ে নবী-রাসূলদের প্রেরণ করে সৃষ্টা ওনার ধর্মটা প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। তাদের মাধ্যমে এটাই প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, ইসলাম একটা শান্তির ধর্ম, তোমরা চাইলে এটা মানো, না চাইলে না মানো। তবে এটাও উনি বলেছেন যে, যারা মানবে তাদের জন্য থাকবে অফুরন্ত সুখময় জীবন, আর যারা মানবে না, তারা ভোগ করবে অনন্ত শাস্তি। মূল কথাটা এতোটুকুই; তবে কথাগুলো বার বার কোরাণের বিভিন্ন স্থানে উনি পুনরাবৃত্তি করেছেন। আমার মা-ও এমন করতেন। আমাকে বাজারে পাঠানো ছিল জগতের কঠিন কাজগুলোর একটা। মা আমাকে নানান প্রলোভন দেখিয়ে কদাচিত্ বাজারে পাঠাতে পারতেন। আমার ভুলো মনা স্বভাবের জন্য উনি সবচেয়ে জরুরী জিনিসটার কথা পই পই করে বলতেন। কাঁচা মরিচ-টা যদি বেশী জরুরী হতো তাহলে কাঁচা মরিচের কথাটা বলতেন কমপক্ষে ৪ বার; সাথে বলতেন আরো ২-৩ টা জিনিসের কথা। আমি বাজার থেকে সবই আনতাম, কিন্তু কি এক অজানা কারণে কাঁচা মরিচটাই বাদ পড়তো! আমি এখনও জানি না কেন এমন হতো, কিছু জিনিস আছেই যার ব্যাখ্যা হয় না।

যাহোক, কোরান একটা অত্যন্ত compact পুস্তক। এখানে এক কথা বার বার বলে খোদা জায়গা নষ্ট করবেন এমন ভাবার কোনও কারণ নাই। বার বার বলার মানে হচ্ছে কথাটা আমার মায়ের কাঁচা মরিচের মতোন! একটু বেশী ইম্পর্টেন্ট!

পবিত্র কোরাণ থেকে আমি আমার পড়াশোনার কিছু তুলে দিতে চাই। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নবী-রাসূলদের কাউকে আল্লাহ্ ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন কি না সেটা দেখা যাক:

১. হযরত নূহ: তিনি (নূহ) বলিলেন, ‘হে আমার জনগন, আমার মধ্যে কোন পথভ্রান্তি নেই, বরং আমি হচ্ছি বিশ্বজগতের প্রভুর তরফ থেকে একজন রাসূল। আমি তোমাদের কাছে পৌঁছে দেই আমার প্রভুর বাণীসমূহ এবং আমি তোমাদের সদ্বপদেশ দেই, কারণ আমি আল্লাহর কাছ থেকে জানি যা তোমরা জানো না।’ (আ-রাফ: ৬১ ও ৬২)

২. হযরত হূদ: ‘তিনি (হূদ) বলিলেন, আমার মধ্যে কোন মূর্থতা নেই বরং আমি হচ্ছি বিশ্বজগতের প্রভুর তরফ থেকে একজন রাসূল। আমি তোমাদের কাছে পৌঁছে দেই আমার প্রভুর বাণীসমূহ, আর আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত উপদেষ্টা’ (আ-রাফ: ৬৭ ও ৬৮)

৩. হযরত সালেহ: তিনি (সালেহ) বলিলেন, ‘হে আমার সম্প্রদায় আমি তোমাদের কাছে আমার প্রভুর বাণীসমূহ নিশ্চই পৌঁছে দিয়েছিলাম, আর তোমাদের সদ্বপদেশ দিয়েছিলাম, কিন্তু তোমরা উপদেষ্টাদের পছন্দ করলে না।’ (আ-রাফ: ৭৯)

৪. হযরত শোয়েব: তিনি বলিলেন, ‘আর যদি তোমাদের একদলও বিশ্বাস করে আমাকে যা দিয়ে পাঠানো হয়েছে তাতে, আর একদল বিশ্বাস করে না, তখন ধৈর্য ধরো যে পর্যন্ত না আল্লাহ আমাদের উভয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দেন, আর তিনিই বিচারকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।’ ‘হে আমার সম্প্রদায়! আমি তো অবশ্যই তোমাদের কাছে আমার প্রভুর নির্দেশ সমূহ পৌঁছে দিয়েছিলাম আর তোমাদের সদ্বপদেশ দিয়েছিলাম...’ (আ-রাফ: ৮৭ এবং ৯৩)

৫. হযরত মুসাকে তাঁর কওমের উদ্দেশ্য বলতে বলছেন: ‘বলো,... .. আমি একজন সতর্ককারী ছাড়া কেউ তো নেই, আর একজন সুসংবাদদাতা সেই লোকদের জন্য যারা ঈমান এনেছে’ (আ-রাফ: ১৮৮)

এতোসব গেল পূর্ববর্তি নবীজীদের উপরে অর্পিত দায়দায়িত্ব, আমি এর কোথাও দেখলাম না যে, ওনাদের কাউকে বলা হয়েছে রাষ্ট্র শাসনের কথা বা রাজনীতির কথা। আমরা এবারে একটু দেখে নেই শেষ নবীর প্রতি খোদার আলাদা কোনও নির্দেশ ছিল কি না।

৬. ‘তুমি বল, তোমাদের প্রভুর কাছ থেকে সত্য; সেজন্য যে ইচ্ছা করে সে যেন বিশ্বাস করে, আর যে চায় সে অবিশ্বাসই করুক।’ ‘আর আমরা রাসূলগণকে পাঠাই না সুসংবাদদাতা আর সতর্ককারীরূপে ছাড়া।’ (কা-হফ: ২৯ এবং ৫৬)

৭. ‘যে কেউ রাসূলের আগুণপালন করে, সে অবশ্যই আল্লাহর আগুণ পালন করে। আর যে কেউ ফিরে যায় - আমরা তোমাকে (রাসূল সঃ কে) তাদের উপরে রক্ষাকর্তারূপে পাঠাই নাই।’ (নিসা: ৮০)

৮. ‘বলো - ওহে মানবগোষ্ঠী! নিশ্চয়ই তোমাদের প্রভুর কাছ থেকে তোমাদের কাছে সত্য এসেছে; সেজন্য যে কেউ সৎপথ অবলম্বন করে সে নিঃসন্দেহে তার নিজের জন্যই সৎপথে বিচরণ করে, আর যে ভ্রান্ত পথ ধরে সে নিঃসন্দেহে তার নিজের বিরুদ্ধেই ভ্রান্ত পথে চলে। আর আমি (রাসূল সঃ) তোমাদের উপর তো কার্যনির্বাহক নই।’ (ইয়ুনুস: ১০৮)

৯. ‘অতএব উপদেশ দিয়ে চলো, নিঃসন্দেহে তুমি (রাসূল সঃ) তো একজন উপদেষ্টা। তুমি তাদের উপর আদৌ অধ্যক্ষ নও’
(গ-শিয়াহ্ ২১ ও ২২)

১০. ‘আমি পয়গম্বর প্রেরণ করি না সুসংবাদ দাতা ও ভীতিপ্রদর্শকরূপে ব্যতীত’ ‘তোমার ওপর তাদের হিসেবপত্রের কোনও দায়দায়িত্ব নেই’ ‘বলো, আমি তোমাদের জন্য উকিল নই’ ‘আর আমরা তোমাকে তাদের উপর রক্ষাকারীরূপে নিযুক্ত করি নাই, তুমি তাদের উপরে কার্যনির্বাহকও নও’ (আন-আম: ৪৮.....৫২.....৬৬.....১০৭)

১১. ‘আমি আপনাকে সাক্ষী, সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি।’ ‘আর তুমি অবিশ্বাসী ও মুনাক্কদের আশ্রয়পালন করো না, আর ওদের বিরক্তিকর ব্যবহার উপেক্ষা করো এবং আল্লাহর উপর তুমি নির্ভর করো। আর আল্লাহই কর্ণধাররূপে যথেষ্ট।’ (আহজাব: ৪৫ ও ৪৮)

১২. ‘রাসূলজনের ওপর অন্য দায়িত্ব নেই পৌছে দেওয়া ছাড়া।’ (মায়িদাহ্: ৯৯)

১৩. ‘আর তুমি (রাসূল সঃ) তাদের ওপর জবরদস্তি করার লোক নও।’ (ক্বাফ: ৪৫)

১৪. ‘তারা যদি বিমুখ হয় তবে আমরা তো তোমাকে তাদের ওপর রক্ষাকারীরূপে পাঠাই নাই। তোমার উপরে তো শুধু বাণী পৌছে দেওয়া (দায়িত্ব করা হয়েছে)।’ (আশ-শূরা: ৪৮)

আরো উদাহরণ ঘাটলে পাওয়া যাবে, একটা কথা অনেকবার বলার কারণ এটা হতে পারতো যে, রসূলদের শ্রবণ ও স্মৃতি- শক্তি ওপর আল্লাহর আস্থা কম ছিল; কিন্তু হযরত মুসা আঃ ছাড়া আর কারো ব্যাপরে ইতিহাস এমন কোন সাক্ষ্য দেয় না। সুতরাং, কথাগুলো বার বার বলার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, কথাগুলোর অন্যথায় যেন কোনওভাবে না হয়।

আমাদের দুর্ভাগ্য যে, রসূলের অন্তর্ধানের পর ইসলাম তার শান্তিময় রূপটা ত্রমশঃ হারাতে শুরু করে। অথচ তাঁর পরবর্তিগণের জন্যও ধর্মের নির্দেশ ছিল তথৈবচ: ‘আর যারা ধর্মপরায়ণতা অবলম্বন করে তাদের ওপরে ওদের (যারা করে না) হিসাব-পত্রের কোনওকিছুতে দায়িত্ব নেই, তবে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যেন ওরাও ধর্মপরায়ণতা অবলম্বন করে।’ (সূরা আন-আম, ৬৯)!! আমি অবাক হয়ে ভাবি যদি এতোটুকুও মেনে চলতাম ধর্মটাকে, তাহলে হয়তো এতোদিনে সন্ত্রাসী ধর্মের কলঙ্কটা এসে জুটতো না আমাদের কপালে। কোথায় সেই রসূলের শান্তির বাণী ইসলাম আর কোথায় জামাতের সদন্ত উচ্চারণ: ‘যাহারা ধর্মকে রাজনীতি হইতে আলাদা রাখিবার পক্ষপাতি, তাহারা কোরাণ ও সুন্নাহ-র বিরোধীতা করেন’ (সূত্র: ইন্টারনেট ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম www.bangladesh-web.com/news) ওরা যে আজকাল এভাবে ইসলামের certificate দিচ্ছে, এটা নতুন কোন খবর নয়। কিন্তু এতোদিন ওদের সার্টিফিকেটে কারো আস্থা ছিল না, আজকাল মনে হচ্ছে সেটা ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে। আমাদের দেশটা আজব! আমরা কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে মহা সোচ্চার - কারণ কি? কারণ, ওরা অধর্ম করছে! যেটাকে ইসলাম বলে দাবী করছে সেটা আসলে ইসলাম নয়; সুতরাং মারো লাঠি। এই লাঠালাঠি চলছে দীর্ঘদিন যাবৎ। মানুষ মরছে প্রতিনিয়ত। এবার তাহলে জনগনকে বোঝাতে হবে যে, শুধু কাদিয়ানী কেন, জামাতীদেরটাও তো ইসলাম নয়। লাঠিটাতে তাহলে তেল মাখানো দরকার নয় কি!?

বিবিসি-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে সেদিন শিল্পমন্ত্রী বললেন: ‘তারা দেশে ইসলামী শাসন কায়েমের পক্ষে। তবে এটা তারা করবেন জনগনকে সাথে নিয়ে, তাদের ছাড়া নয়’। আমি মনে মনে হাসলাম। জনগনকে সাথে নেবার কথাটা বলার মাঝে একটা আত্মবিশ্বাস যেন লক্ষ করলাম তার কণ্ঠে!

পাঁচ.

কোথেকে পায় এরা এমন আত্মবিশ্বাস? কারা দিচ্ছে এই বিশ্বাস? জিঞ্জেস করেছেন নিজেকে? কখনও? এদের আমরা একবার ক্ষমা করেছিলাম ৭১ এ, এরা সেটা মনে রাখে নি; আবার তারা উঠে পরে লেগেছে আমাদের দেশের শান্তিপ্রিয় মানুষগুলোকে রণকটা আর বোমাবাজি শেখাতে! যখন পত্রিকার পাতাগুলোতে আমরা হতাহতের সংখ্যা গুনতে ব্যস্ত, তখন তারা ক্ষমতার মসনদ আর কতোদূরে সেটা মাপতে মগ্ন!

কিছু লোক যদি একটা শান্তিপূর্ণ মতবাদের (ইসলাম) বিকৃত ব্যাঙ্গ ব্যবহার করে এতোটা শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে তবে আমরা ঐ মতবাদের অবিকৃত অংশটুকু ব্যবহার করে তার চে' শক্তিশালী কেন হতে পারবো না? আমি পাকিস্তানী বা বৃটিশ শাসন দেখিনি, কিন্তু আমার ধারণা, সেটা দেখে থাকলে আমি আজকে ঐ দিনগুলোকে খুঁড়ি মিস্ করতাম। কারণ, স্কুলের টীচারদের কাছে গুনেছি, তখন আমরা বিদেশীদের হাতে অত্যাচারিত হতাম। খুন হতাম। আর আজ? -- আমরা খুন হচ্ছি আমাদেরই স্বদেশীদের হাতে!! নিজের দেশের মানুষদের হাতে শোষিত হওয়া বা মৃত্যু বরণ করার চেয়ে বাইরের শত্রুদের হাতে হওয়া বোধকরি অনেক কম লজ্জার হতো!

এই লজ্জা থেকে আমাদেরকে বাঁচতে হবে, নইলে আমাদের আগামী প্রজন্ম তাদের বইতে যখন পড়বে যে, East india company-কে হটানোর জন্য আমাদের পূর্বপুরুষেরা যুদ্ধ করেছিলেন কিংবা, ``রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই``- বলে পাকিস্তানীদের হাতে প্রাণ দিয়েছিলেন, তখন তারা আমাদের দিকে সরু চোখে তাকাবে! পূর্বপুরুষদের গড়ে দেওয়া সোনার দেশটার এমন গতি করার জন্য আমাদের তারা মাফ করবে না!

মোঃ লুৎফুল আরেফিন (সুজন)
উলম, জার্মানী